দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1-1 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় গ্রন্থমেলা ঃ ছিমছাম গোছানো তবে ক্রেতা কম

হাসান হাফিজ ঃ মেলা বটে, কিন্তু মেলাসুলভ হৈ চৈ, হট্টগোল নেই। পরিবেশ নিরিবিলি, ছিমছাম, গোছানো। পছন্দমাফিক দেখা, নাড়াচাড়া ও কেনার সুযোগ রয়েছে বেশ। পণ্যটিও ব্যতিক্রমী পণ্যের নাম বই। আর দশটা বাজারী চরিত্র নেই এর, হয়তো সে কারণেই ক্রেতা সমঝদারের সংখ্যাও কম।

মেলার নাম 'জাতীয় গ্রন্থমেলা'। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল সোমবার জাতীয় গ্রন্থমেলা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস মেলা উদ্বোধন করেন। চতুর্দশ জাতীয় গ্রন্থমেলা চলবে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত। শতকরা ২০ ভাগ কমিশনে বই বিক্রি করা হচ্ছে মেলায়।

জাতীয় গ্রন্থমেলার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আছে। অনেকটা আন্তর্জাতিক আদলে এ মেলার আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাস। অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোতে বিক্রি ও প্রদর্শন করা হচ্ছে যার যার নিজস্ব প্রকাশনা। মেলা অঙ্গনে ঢুকতে হয় টিকিট করে। টিকিট মাথাপিছু দু'টাকা। মেলার রোজকার সময়সূচীও তুলনামূলকভাবে লম্বা–সকাল দশটা থেকে রাত আটটা।

বাংলাদেশের মোট ৬২টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে মেলায়। এছাড়া ইরান ও সৌদী আরবের স্টল আছে। অন্যান্য বছর আরো বেশী দেশ অংশ নিত। এবার এই সংখ্যা কম। উদ্বোধনী দিনে সৌদী আরবের স্টল থেকে লোকজনকে ফ্রি কোরান শরীফ দেয়া হয়। সেজন্যে ওই স্টলে ভিড় লেগেই ছিল। মওজুদ কপি নিঃশেষিত হয়ে যায় প্রথম দিনই। স্টলের একজন কর্মী জানান, দেড় থেকে দু'শ কপি কোরান শরীফ তারা বিতরণ করেছেন।

এবারের জাতীয় গ্রন্থমেলায় চারটি স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযোগী বই চাই, জাতীয় বিকাশের জন্য বই চাই, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের পূর্বশর্ত গণগ্রন্থাগার এবং বই পড়া পরিবার–আনন্দময় পরিবার। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন জানান, এই চারটি স্লোগানের ভিত্তিতে স্কুল–কলেজ– ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা চলাকালেই প্রতিযোগিতার ফল বেরুবে। বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়া হবে। মেলা চলাকালীন গ্রন্থসুহৃদ সমিতির সম্মেলন ও গ্রন্থ সম্পর্কিত আলোচনাও হবে।

গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আরো জানান, জাতীয় গ্রন্থমেলার ব্যাপক প্রচারণার জন্য ব্যাপক পোস্টারিং, টিভিতে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপন ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার মোট বাজেট কত? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটা কাগজপত্র দেখে বলতে হবে।

নজরুল ইনস্টিটিউট জাতীয় গ্রন্থমেলায় তাদের প্রকাশনা বিক্রি করছে। ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জানান, যারা সিরিয়াস ক্রেতা–পাঠক তারাই এখানে বই কিনতে আসেন। অন্য মেলার মত ভিড় নেই বলে ছিমছাম পরিবেশে বই কিনতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তারা। সাহিত্য ছাড়াও গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রচারের সুযোগ রয়েছে এ মেলায়। কথা প্রসঙ্গে তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রকাশিতব্য কয়েকটি বইয়ের কথা জানালেন। এগুলো হচ্ছে ঃ নজরুল সঙ্গীত অভিধান, '৯১–৯২ সালে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তীতে পঠিত প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলন, আতাউর রহমানের 'ঔপনিবেশিক সমাজে কবির ভূমিকা' এবং মোবাশ্বের আলীর 'সাময়িকপত্রে নজরুল'।

আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনি আলাপচারিতায় জানান, জাতীয় মেলা করার উপযুক্ত জায়গা নেই বলে এখানে ব্যবস্থা করতে হয়। আসলে জাতীয় গ্রন্থমেলার জন্য সুপরিসর একটি জায়গার বন্দোবস্ত করা দরকার। সেখানে বছরে একাধিক মেলা অনুষ্ঠান করাও সম্ভব।

বিউটি বুক হাউসের স্বত্বাধিকারী হামিদুল ইসলামের অভিমতঃ জাতীয় গ্রন্থমেলার পরিবেশ ভাল। তবে মেলা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না হলে জমবে না। মেলার লক্ষ্যও অর্জিত হবে না।

সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমদ বলেন, একই বাজেটে এই মেলা ঢাকার বাইরের কোন জেলায় করা যেত। এ বছরই ঢাকার বাইরে কোন জায়গায় আরেকটা বড় ধরনের মেলায় আয়োজন করা দরকার। এখনকার সময়টা বই মেলার ঠিক উপযোগী সময় নয়। টিকিট প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা একেবারে মন্দ না। '৮৮ সালে চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে টিকিট প্রথা চালু করা হয়েছিল। তখন টিকিট ছিল এক টাকা। তিনি জানান, একুশের পর নতুন বই বিশেষ একটা বেরোয়নি। ঢাকার বাইরে মেলা যদি হত, নতুন ক্রেতা–পাঠক বাড়ত। তারাও বেশ কিছু নতুন বই (যা মূলত গত ফেব্রুয়ারীতে বেরিয়েছে) হাতের নাগালে পেতেন।

চতুর্দশ জাতীয় গ্রন্থমেলায় অংশ নিচ্ছে ঃ অনন্যা প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, অরণি প্রকাশনী, অল্পকথা, অক্ষর, আগামী প্রকাশনী, আফসার ব্রাদার্স, আলীগড় লাইব্রেরী, আশীর্বাদ আহমদ পাবলিশিং হাউস, কাকলী প্রকাশনী, কারেন্ট বুকস, খ ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, গতিধারা, গ্রন্থিক, চলন্তিকা, চৌধুরী এণ্ড সন্স, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, তরফদার প্রকাশনী, তৃপ্তি প্রকাশ কুঠি, ইউপিএল, দিব্যপ্রকাশ, ধানশীষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, নজরুল ইনস্টিটিউট, নবপ্রকাশ ভবন, পল্লব পাবলিশার্স, পার্ল পাবলিকেশন্স, পালক পাবলিশার্স, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রেরণা বইঘর, বস্তু প্রকাশনী, বাংলা একাডেমী, মানবাধিকার কমিশন, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, বিউটি বুক হাউস, বিদ্যাপ্রকাশ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বুলবুল পাবলিশার্স হাউস, ব্র্যাক প্রকাশনী, মওলা ব্রাদার্স, মুক্তধারা, মোহনা, রুনা, রূপকথা, শিখা প্রকাশনী, শিল্পতরু, সময় প্রকাশন, সানন্দ প্রকাশ, সাহিত্যপত্র, সাহিত্য প্রকাশ, সাহিত্যমালা, সুবর্ণ, সূচীপত্র, সেরহিন্দ প্রকাশন এবং স্টুডেন্ট ওয়েজ।